বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ডাকবাক্স নং ৩২৫
ঢাকা
বাংলাদেশ
www.bangladeshbank.org.bd

কৃষি ঋণ বিভাগ
(পলিসি শাখা)

এসিডি সার্কুলার নংঃ ০৯

তারিখ ঃ ২৫ চৈত্র ১৪১৬ / ০৮ এপ্রিল ২০১০

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়,

সৌরশক্তি (Solar energy), বায়োগ্যাস (Bio-gas) এবং বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (Effluent Treatment Plant) খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের জন্য মঞ্জুরীকৃত ২০০ কোটি টাকার তহবিল থেকে ইটভাটায় কার্বন নির্গমন হ্রাসের উদ্দেশ্যে Hybrid Hoffman Kiln (HHK)/সমমানের প্রযুক্তিসম্পন্ন প্ল্যান্ট স্থাপন খাতে সীমিত আকারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে।

এসিএসপিডি সার্কুলার নং-০৬, তারিখ-০৩/০৮/২০০৯ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণকারী একটি বড় খাত ইটভাটা। ইটভাটায় জীবাশ্ম জ্বালানী দহনের ফলে নির্গত কালো ধোঁয়া একদিকে বায়ুদূষণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হচ্ছে; অন্যদিকে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বৈশ্বিক উষ্ণায়নেও ভূমিকা রাখছে। নগরায়নের ব্যাপ্তি বাড়ার সাথে সাথে ইটভাটা হতে পরিবেশ দূষণের মাত্রাও দিন দিন বাড়ছে। ইটভাটায় Hybrid Hoffman Kiln (HHK)/সমমানের প্রযুক্তিসম্পন্ন প্ল্যান্ট স্থাপন করে ইট তৈরীর কাজে জ্বালানীর ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে বায়ুদুষণ কমিয়ে আনা সম্ভব।

এমতাবস্থায়, ইটভাটায় কার্বন নির্গমন হ্রাসের উদ্দেশ্যে Hybrid Hoffman Kiln (HHK)/সমমানের প্রযুক্তি সম্পন্ন প্ল্যান্ট স্থাপন উৎসাহিত করতে সৌরশক্তি (Solar energy), বায়োগ্যাস (Bio-gas) এবং বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (Effluent Treatment Plant) খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় মঞ্জুরীকৃত ২০০ কোটি টাকার তহবিল থেকে ইটভাটায় Hybrid Hoffman Kiln (HHK)/সমমানের প্রযুক্তি সম্পন্ন প্ল্যান্ট স্থাপন খাতে অর্থায়নের বিপরীতে প্রচলিত ব্যাংক রেটে সীমিত আকারে প্রকল্প প্রতি সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা হারে মোট ৩০ কোটি টাকা, তহবিলের পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে, সুনির্দিষ্ট শর্তাবলীর অধীনে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ইটভাটায় Hybrid Hoffman Kiln (HHK)/সমমানের প্রযুক্তিসম্পন্ন প্ল্যান্ট স্থাপন খাতের বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) ইটভাটার ক্ষমতাঃ সিঙ্গেল Kiln বা ডাবল Kiln (বছরে ১৫ মিলিয়ন হতে ৩০ মিলিয়ন ইট তৈরীতে সক্ষম)

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণসীমা ঃ গ্রাহক পর্যায়ে ঋণসীমা প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত হবে তবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়নসীমা প্রকল্প প্রতি সর্বোচ্চ ২ (দুই) কোটি টাকা।

(গ) ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ ইটভাটায় Hybrid Hoffman Kiln (HHK)/সমমানের প্রযুক্তি সম্পন্ন প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে।

(ঘ) ঋণ ও নিজস্ব মূলধনের (ডেট ইক্যুইটি) অনুপাত ঃ ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

(ঙ) গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হারঃ পুনঃঅর্থায়নের জন্য বিবেচ্য অর্থায়ন অংশের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে প্রচলিত ব্যাংক রেট (বর্তমানে ৫%)+সর্বোচ্চ ৪%

(চ) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের সময়কাল ঃ পুনঃঅর্থায়নের জন্য বিবেচ্য অর্থায়ন অংশের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে ৬ (ছয়) মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ অনধিক ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে সুদসহ আসল পরিশোধযোগ্য ।

(ছ) পুনঃঅর্থায়নকৃত ঋণ পরিশোধের সময়কাল ঃ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৬ (ছয়) মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ অনধিক ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে সুদসহ আসল পরিশোধযোগ্য।

(জ) কর্ম সম্পাদন ঃ ইটভাটায় Hybrid Hoffman Kiln (HHK)/সমমানের প্রযুক্তি সম্পন্ন প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যাংক কর্তৃক যে তারিখে অর্থায়ন করা হবে সেই তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(ঝ) ঋণের আওতাঃ ইটভাটায় Hybrid Hoffman Kiln (HHK)/সমমানের প্রযুক্তি সম্পন্ন প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রকৃত ব্যয় (অবকাঠামো নির্মান, এবং যন্ত্রাংশ ক্রয়)-এর জন্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহ আংশিক ভিত্তিতে অথবা এককালীন পুনঃঅর্থায়নের আবেদন করতে পারবে। কনসালট্যান্ট এবং মেরামত সংক্রান্ত সম্ভাব্য ব্যয় এবং চলতি মূলধন বাবদ ব্যয় উপরোক্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় আসবে না।

(পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(পূর্ব পৃষ্ঠা হতে)

ঞ) পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের যোগ্যতা এবং আবেদন প্রক্রিয়াঃ

১. আলোচ্য খাতে সৌরশক্তি (Solar energy), বায়োগ্যাস (Bio-gas) এবং বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (Effluent Treatment Plant) খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় মঞ্জুরীকৃত তহবিল হতে ইটভাটায় Hybrid Hoffman Kiln (HHK)/সমমানের প্রযুক্তি সম্পন্ন প্ল্যান্ট স্থাপন খাতে পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মহাব্যবস্থাপক, কৃষিঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়-এর সাথে একটি পৃথক অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে । এ চুক্তি মোতাবেক সুদসহ ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করতে হবে এবং এ মর্মে তাদেরকে আলাদাভাবে ডিপি নোট (প্রতিশ্রুতি পত্র) সম্পাদন করতে হবে।

২. ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত ছকে প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর আলোচ্য খাত-এর আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করবে। আবেদনের সময়ে প্রদত্ত ঋণের মঞ্জুরীপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দাখিল করতে হবে।

৩. ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ খাতের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে তহবিলের পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে প্রদেয় হবে।

ট) হিসাবায়ন ও সংরক্ষণ ঃ উল্লিখিত খাতে পুনঃঅর্থায়নগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট অর্থায়নের অংশটি পৃথকভাবে হিসাবায়ন ও সংরক্ষণ করবে যাতে পুনঃঅর্থায়িত অংশের সদ্ব্যবহার, সুদহার, মেয়াদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদির বিষয় বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট স্পষ্ট হয়।

ঠ) ঋণের সদ্ব্যহারঃ

১. পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত ঋণের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সরবরাহ করবে।

২. কোন ব্যাংক যদি ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আলোচ্য স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেছে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিবেচিত হলে উক্তরূপে গৃহীত অর্থ প্রচলিত ব্যাংক রেট অপেক্ষা ৫% অধিক হারে সুদসহ এককালীন আদায়যোগ্য হবে।

৩. পুনঃঅর্থায়নকৃত ঋণের সদ্ব্যবহারের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় সরেজমিনে যাচাই করবে। এ রূপ যাচাইয়ে যদি প্রমাণিত হয় যে, বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি সে ক্ষেত্রে পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে প্রচলিত ব্যাংক রেট অপেক্ষা ৫% অধিক হারে সুদসহ এককালীন আদায়যোগ্য হবে।

ড. আদায়

১. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের উপর প্রচলিত ব্যাংক রেটে সুদ ধার্য হবে।

২. পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত ঋণ ব্যাংককর্তৃক ঋণ গ্রহণের তারিখ থেকে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদসহ পরিশোধযোগ্য হবে।

৩. পরিশোধসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে সুদসহ পুনঃঅর্থায়িত ঋণের পরিশোধযোগ্য কিস্তি পরিশোধ করা না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব থেকে সুদসহ মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ কর্তন করে নেয়া হবে।

ঢ. অন্যান্য

১. ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ডেট ইক্যুইটি অনুপাত, ঋণের সদ্ব্যবহার ও তদারকীর বিষয় ঋণপ্রদানকারী ব্যাংকের নিজস্ব বিধি-বিধান ও ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

২. বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহকপর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না।

৩. অত্র সার্কুলার জারীর তারিখ হতে উপরোক্ত পুনঃঅর্থায়নসুবিধা কার্যকর হবে।

৪. উল্লিখিত খাতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার শর্তাদির বিষয়ে যে কোনো সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জনের অধিকার বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তিস্বীকার করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(এস, এম, মনিরুজ্জামান)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন নং-৭১২০৯৪৭